গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন ও সরবরাহ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২০

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.moca.gov.bd)

ভূমিকা

আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের এক রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সোনার বাংলা এখন আর দূরের কোনো স্বপ্ন নয়। তবে অগ্রযাত্রার পথে চ্যালেঞ্জও একেবারে কম নয়। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার মানুষ গড়তে হলে জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট ও সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সোনার মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর পাবলিক লাইব্রেরির মাধ্যমে যেমন সারা দেশে পাঠসেবা প্রদান করছে, তেমনি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর উন্নয়নেও সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে প্রতিবছর নগদ অনুদান ও বই প্রদানসহ আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ব্যক্তি বা সামষ্টিক উদ্যোগে গড়ে ওঠা বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোকে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে আলোকিত সমাজ গঠনে আরও সক্রিয় ও কার্যকর করে তোলাই সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে 'বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন ও সরবরাহ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২০'। আমি আশাবাদী এই নীতিমালা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হবে।

সূচিপত্র

১.	শিরোনাম	১
২.	পটভূমি	১
৩.	উদ্দেশ্য	১
৪.	সংজ্ঞা	১
৫.	অনুদানের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান	২
৬.	বেসরকারি গ্রন্থাগারের অনুকূলে অনুদান বরাদ্দ ও বই প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকাশকদের নিকট হতে বই ক্রয়ের শর্তাবলি	২-৩
৭.	অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন পদ্ধতি	৩-৪
৮.	আবেদন বাছাই ও ক্যাটাগরি নির্ধারণ	৪
৯.	অনুদান বণ্টন	৪-৫
১০.	অনুদান বরাদ্দ ও বই নির্বাচন কমিটি গঠন	৫-৬
১১.	সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি	৬
১২.	অনুদান ও বই বিতরণ পদ্ধতি	৬
১৩.	বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে বই নির্বাচন কমিটি কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি	৬-৮
১৪.	বই সংগ্রহ	৮
১৫.	প্রাপ্ত অনুদানের অর্থের খরচের হিসাব পদ্ধতি	৮
১৬.	সরবরাহ না নেয়া বইয়ের বিষয়ে পরবর্তী করণীয়	৮

১. **শিরোনাম:**

এ নীতিমালা 'বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন ও সরবরাহ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২০' হিসেবে গণ্য হবে।

২. **পটভূমি:**

একটি উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচয় ও ভাবমূর্তি সৃজনের নিমিত্ত দেশের প্রতিটি অঞ্চলে জ্ঞানভিত্তিক পাঠক সমাজ গড়ে তোলার বিকল্প নেই। যেকোনো জাতির মনন ও মেধা বিকাশে পাঠাভ্যাস অন্যতম সহায়ক শক্তি। এর জন্য প্রয়োজন দেশ-বিদেশের পুস্তক সংবলিত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিবছর অসংখ্য বেসরকারি গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে। এসব বেসরকারি গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও সেখানে মানসম্পন্ন, সৃজনশীল ও শিক্ষামূলক বই সরবরাহের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত বই ও অনুদানের অর্থ যথাযথভাবে বণ্টনের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

৩. **উদ্দেশ্য:**

৩.১ বেসরকারি গ্রন্থাগারে মানসম্পন্ন, সৃজনশীল ও শিক্ষামূলক বই সরবরাহের মাধ্যমে জাতিকে সমৃদ্ধ করা;

৩.২ সমৃদ্ধ জাতি গঠনের লক্ষ্যে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়নে আর্থিক অনুদান প্রদান;

৩.৩ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশসহ দেশের সর্বশ্রেণির মানুষকে নিয়মিত বই পাঠে উদ্বুদ্ধ করা;

৩.৪ বিভিন্ন জাতীয় দিবসসহ উৎসব-পার্বণে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানাদি/পাঠ প্রতিযোগিতা/ বইমেলা আয়োজনে সহযোগিতা করা;

৩.৫ আলোকিত মানুষ গড়ার জন্য দেশব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলা।

৪. **সংজ্ঞা:**

বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়–

৪.১ 'প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়' বলতে 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়' বোঝাবে;

৪.২ 'অনুদান' বলতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় প্রতিবছর বেসরকারি গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বোঝাবে;

৪.৩ 'বেসরকারি গ্রন্থাগার' বলতে পাঠসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অথবা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত গ্রন্থাগার, যা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য উন্মুক্ত বোঝাবে;

৪.৪ 'অনুদান বরাদ্দ' কমিটি ও 'বই নির্বাচন কমিটি' বলতে এ নীতিমালার ১০নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটি বোঝাবে;

৪.৫ 'আবেদন ফরম' বলতে এ নীতিমালার তফসিলে বর্ণিত আবেদন ফরমসমূহ বোঝাবে;

৪.৬ 'মঞ্জুরি আদেশ' বলতে বোঝাবে অনুদান ও বই বরাদ্দের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সরকারি আদেশ;

৪.৭ 'আর্থিক বিধি-বিধান' বলতে বোঝাবে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট, ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি-বিধান–যা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

৫. **অনুদানের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান:**

৫.১ অনুদানের অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে নির্ধারিত অর্থবছরের ৩১ আগস্ট অথবা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অনুদানের জন্য বেসরকারি গ্রন্থাগারের আবেদনপত্র দাখিলের জন্য ন্যূনতম এক মাসের সময় দিয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বহুল প্রচারিত দুটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। একই সাথে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে;

৫.২ দেশের সকল পর্যায়ের তালিকাভুক্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবে;

৫.৩ আবেদনপত্র সরাসরি এবং অনলাইনে দাখিল করা যাবে;

৫.৪ নির্ধারিত আবেদন ফরম সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.moca.gov.bd এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ওয়েবসাইট www.nbc.org.bd এ পাওয়া যাবে।

৬. **বেসরকারি গ্রন্থাগারের অনুকূলে অনুদান বরাদ্দ ও বই প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকাশকদের নিকট হতে বই ক্রয়ের শর্তাবলি:**

৬.১ অনুদান বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করার শর্তাবলি:

(ক) জেলা, উপজেলাসহ তৃণমূল পর্যায়ে স্থাপিত সরকারের যথাযথ প্রতিষ্ঠান (দ্রষ্টব্য: ৪.৩) কর্তৃক তালিকাভুক্ত যেকোনো বেসরকারি গ্রন্থাগার অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে;

(খ) আবেদন ফরমে উল্লিখিত সকল শর্ত প্রতিপালন করে অনুদানের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে;

(গ) বেসরকারি গ্রন্থাগারকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অথবা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত হতে হবে;

(ঘ) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেসরকারি গ্রন্থাগারের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি ও গঠনতন্ত্র থাকতে হবে;

(ঙ) বেসরকারি গ্রন্থাগারের একটি নির্দিষ্ট পাঠকক্ষ, পর্যাপ্ত সংখ্যক টেবিল ও চেয়ার এবং কমপক্ষে ৫০০টি বই থাকতে হবে;

(চ) পাঠকক্ষে প্রতিদিন পাঠকসেবা প্রদান ও নিয়মিত কমপক্ষে ১০ জন পাঠকের উপস্থিতি থাকতে হবে এবং পাঠক উপস্থিতির প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মক্তব, মন্দির, এতিমখানা ও এনজিও কর্তৃক পরিচালিত গ্রন্থাগার আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৬.২ বেসরকারি গ্রন্থাগারের অনুকূলে বই প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকাশকদের নিকট হতে বই ক্রয়ের তালিকা আহ্বানের শর্তাবলি:

(ক) জমাকৃত তালিকার সিডি অবশ্যই MS Word Format, Table-এ Column, Row; Nikosh/Sutonny MJ; Font-14-এ হতে হবে। উল্লেখ্য, MS Excel, Access কিংবা Illustrator-এ করা তালিকার সিডি গ্রহণযোগ্য নয়। তালিকা তৈরিতে Header and Footer; Bullets and Numbering ব্যবহার করা যাবে না। উক্ত সিডিসহ ১২ (বার) সেট তালিকা জমা দিতে হবে। সিডি ছাড়া কোনো তালিকা গ্রহণ করা হবে না।

(খ) গ্রন্থ-তালিকার সঙ্গে প্রতিটি শিরোনামের এক কপি করে গ্রন্থ নমুনা হিসেবে অবশ্যই জমা প্রদান করতে হবে।

(গ) তালিকাভুক্ত গ্রন্থ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হতে হবে;

(ঘ) তালিকার সঙ্গে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সত্যায়িত ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ আয়কর প্রদানের সনদপত্র, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের ক্ষেত্রে লেখকের সম্মতিপত্র অথবা লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের অনুলিপি এবং লেখক যদি নিজেই প্রকাশক হন সে ক্ষেত্রে লেখকের আয়কর সনদ প্রদান করতে হবে;

(ঙ) প্রতিটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) টি গ্রন্থের তালিকা/তথ্য প্রদান করা যাবে;

(চ) বিগত অর্থবছরে যে সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয়েছে সে সকল গ্রন্থ সরবরাহকৃত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না;

(ছ) তালিকায় বর্ণিত গ্রন্থের কাগজ অন্যূন ৭০ গ্রাম অফসেট, হার্ড বাইন্ডিং এবং কমপক্ষে ০৩ (তিন) ফর্মাবিশিষ্ট হতে হবে;

(জ) তালিকায় কপিরাইট আইন-পরিপন্থী, পাইরেটেড কোনো গ্রন্থ থাকলে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন তালিকা থেকে বাদ দেয়াসহ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে;

(ঝ) নীতিমালা অনুযায়ী গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন লেখকের অনধিক ০৫ (পাঁচ)টি গ্রন্থ এবং একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ)টি গ্রন্থ নির্বাচন করা যাবে;

(ঞ) আগ্রহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কেবল মূল প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থ-তালিকা সরবরাহ করতে পারবে এবং তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থের তালিকা জমা দিতে পারবে না;

(ট) পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সংযুক্ত ছক/ক্রমিক অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে;

১. ক্রমিক নম্বর, ২. লেখকের নাম, ৩. গ্রন্থের নাম, ৪. প্রকাশকের নাম/ঠিকানা ও সেলফোন, ৫. গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ, ৬. মূল্য, ৭. কাগজের ধরন, ৮. পৃষ্ঠা সংখ্যা, ৯. বিষয়, ১০. ISBN, ১১. মন্তব্য

৭. অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন পদ্ধতি:

৭.১ নির্ধারিত আবেদন ফরমে প্রতিবছর ৩১ অক্টোবর অথবা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে আবেদন করতে হবে;

৭.২ আবেদন ফরমে চাহিত তথ্যসমূহ সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে এবং উল্লেখিত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

৭.৩ পূরণকৃত আবেদন ফরম যথাযথভাবে জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে;

৭.৪ আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য/ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/ সিটি মেয়র/ পৌর মেয়রের সুপারিশ থাকতে হবে;

৭.৫ নির্ধারিত ফরম ব্যতীত অন্য কোনো ফরমে আবেদন করা হলে অথবা নির্ধারিত ফরম আংশিকভাবে পূরণ করা হলে অথবা মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হলে এবং

৭.৩ অনুসারে সঠিকভাবে প্রত্যয়িত না হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

৭.৬ পূর্ববর্তী বছরে প্রাপ্ত অনুরূপ সরকারি অনুদানের অর্থের ব্যয়-বিবরণী প্রামাণ্য কাগজপত্রসহ আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৮. আবেদন বাছাই ও ক্যাটাগরি নির্ধারণ:

৮.১ নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে কমিটি অনুদান প্রদানের উপযোগী গ্রন্থাগারসমূহের একটি তালিকা তৈরি করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করবে।

৮.২ শ্রেণি নির্ধারণ: নির্বাচিত গ্রন্থাগারের তালিকা প্রণয়নের সময় কমিটি নিম্নোক্তভাবে গ্রন্থাগারের শ্রেণি নির্ধারণ করবে। অনুদান প্রদানের জন্য গ্রন্থাগারের মান অনুযায়ী বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহকে নিম্নবর্ণিত শর্তে শ্রেণিবিন্যাস করা হবে:

'ক' শ্রেণি: (১) গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকাল ১০ বছরের উর্ধ্বে হতে হবে;
(২) বইয়ের সংখ্যা ৩,০০০ এর উর্ধ্বে হতে হবে;
(৩) পাঠকসংখ্যা প্রতিমাসে গড়ে ৩০০ জনের উর্ধ্বে হতে হবে;

'খ' শ্রেণি: (১) গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকাল ০৭ বছরের উর্ধ্বে হতে হবে;
(২) বইয়ের সংখ্যা ১,৫০০ - ৩,০০০ হতে হবে;
(৩) পাঠকসংখ্যা প্রতিমাসে গড়ে ২০০ - ৩০০ জন হতে হবে;

'গ' শ্রেণি: (১) গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকাল ০৭ বছর পর্যন্ত;
(২) বইয়ের সংখ্যা ৫০০ - ১৫০০ হতে হবে;
(৩) পাঠকসংখ্যা প্রতিমাসে গড়ে ২০০ জন হতে হবে।

৯. অনুদান বণ্টন:

৯.১ বার্ষিক মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ২০% সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবের বিশেষ বিবেচনায় সরাসরি মঞ্জুরি প্রদানের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

৯.২ মাননীয় মন্ত্রী অথবা সচিবের বিশেষ বিবেচনায় বরাদ্দকৃত বিশেষ কোটার (২০%) অর্থ থেকে-

(ক) বিধিমোতাবেক ৫০% টাকার বই মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক ক্রয় করতে পারবেন;

(খ) অবশিষ্ট ৫০% এর নগদ অর্থ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত গ্রন্থাগারের ব্যাংক হিসাব নম্বরে পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রেরণ করবেন;

৯.৩ কমিটি ক, খ ও গ শ্রেণির গ্রন্থাগারের সংখ্যা এবং ৯.১ এ উল্লিখিত ২০% সংরক্ষিত অংশ ব্যতীত বার্ষিক অনুদানের অবশিষ্ট ৮০% অর্থের পরিমাণ বিবেচনায় ক, খ ও গ শ্রেণির গ্রন্থাগারের অনুকূলে প্রদেয় অনুদানের হার প্রস্তাব/সুপারিশ করবে;

৯.৪ মাননীয় মন্ত্রী অথবা সচিবের বিশেষ বিবেচনায় বরাদ্দকৃত (২০%) অর্থ থেকে অনুদান বরাদ্দ ও বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে নীতিমালার ৬.১ (ছ) এবং ৬.২ (ক), (খ), (গ), (ঙ) ও (চ)-এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে না। তবে লেখক-প্রকাশকের চুক্তিপত্র অথবা লেখকের সম্মতিপত্র জমা দিতে হবে এবং কপিরাইটের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

৯.৫. অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার একই বছর একবারের বেশি অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না।

১০. অনুদান বরাদ্দ ও বই নির্বাচন কমিটি গঠন:

এ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান বরাদ্দ ও বই নির্বাচন সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত কাঠামো মোতাবেক দু'টি কমিটি থাকবে:

১০.১ অনুদান বরাদ্দ কমিটির গঠন

(ক) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	-	আহ্বায়ক
(খ) মহাপরিচালক/প্রতিনিধি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	-	সদস্য
(গ) মহাপরিচালক/প্রতিনিধি, বাংলা একাডেমি (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	-	সদস্য
(ঘ) পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা	-	সদস্য
(ঙ) প্রতিনিধি, অর্থ মন্ত্রণালয় (উপসচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা)	-	সদস্য
(চ) সিনিয়র সহকারী সচিব/উপসচিব/যুগ্মসচিব (শাখা-৪), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে (অনধিক দু'জন)। কো-অপ্টকৃত সদস্য চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম পর্যন্ত বহাল থাকবেন।

১০.২ অনুদান বরাদ্দ কমিটির কার্যপরিধি:

১. কমিটি নীতিমালার ৮.২ অনুচ্ছেদ অনুসরণে ক, খ ও গ শ্রেণি উল্লেখপূর্বক অনুদান প্রদানের উপযোগী গ্রন্থাগারের জেলাওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করবে;

২. উক্ত কমিটি সর্বোচ্চ ১৫টি সভার মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনসমূহে বর্ণিত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই ও নীতিমালা অনুসরণে তালিকা করবে;

৩. তালিকায় অনুদান প্রদানের অনুপযোগী গ্রন্থাগার বাতিলের কারণ উল্লেখ করবে;

৪. তৈরি করা তালিকায় গ্রন্থাগারের মান বিবেচনায় অনুদানের অর্থ বণ্টনের জন্য সুপারিশ করবে;

৫. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে কমিটি পুনর্গঠন করতে পারবে;

৬. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে বই সংগ্রহ করতে আসা গ্রন্থাগার-প্রতিনিধিকে বই পরিবহন, যাতায়াত ও অবস্থানভাতা প্রদানের জন্য সুপারিশ করবে।

১০.৩ বই নির্বাচন কমিটি গঠন:

১. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট অণুবিভাগ), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
২. মহাপরিচালক/ প্রতিনিধি, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (পরিচালকের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৩. মহাপরিচালক/ প্রতিনিধি,গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর (পরিচালকের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৪. মহাপরিচালক/ প্রতিনিধি, বাংলা একাডেমি (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৫. রেজিষ্ট্রার অব কপিরাইট, কপিরাইট অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা	-	সদস্য
৬. যুগ্মসচিব/ উপসচিব (শাখা-৪), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭. সভাপতি/সহসভাপতি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, ঢাকা	-	সদস্য
৮. সভাপতি/নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি, ঢাকা	-	সদস্য
৯. পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা	-	সদস্য-সচিব

মন্ত্রণালয় জাতীয় পর্যায়ে খ্যতিসম্পন্ন লেখক/সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত অনধিক দু'জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। কো-অপ্টকৃত সদস্যদ্বয় চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম পর্যন্ত বহাল থাকবেন।

১০.৪ বই নির্বাচন কমিটির কার্যপরিধি:

১. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রাপ্ত বইয়ের তালিকা ও সংযুক্ত তথ্যাদি নীতিমালা অনুসরণে যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করবে;

২. কমিটি অনধিক ২০ (বিশ)টি সভার মধ্যে নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করবে;

৩. দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে;

৪. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে কমিটি পুনর্গঠন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১১. সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি:

১১.১ অনুদান বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তকৃত গ্রন্থাগারের তালিকা ও শ্রেণিভিত্তিক অনুদানের হার অনুসারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় গ্রন্থাগারসমূহের অনুকূলে অনুদান বরাদ্দের সরকারি মঞ্জুরি আদেশ (জি.ও) জারি করবে;

১১.২ জারিকৃত সরকারি মঞ্জুরি আদেশ (জি.ও) অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের অনুকূলে সরাসরি প্রেরণ করা হবে। জি.ও'র অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং গ্রন্থাগারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বরাবর প্রেরণ করা হবে।

১২. অনুদান ও বই বিতরণ পদ্ধতি:

১২.১ (আর্থিক অনুদান): বার্ষিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত সকল গ্রন্থাগারের আবশ্যিকভাবে ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে। সাধারণ কোটা (৮০%) ও বিশেষ কোটা (২০%) উভয়ের ক্ষেত্রে মঞ্জুরিকৃত আর্থিক অনুদানের ৫০% ই-ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সরাসরি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারসমূহে প্রেরণ করা হবে এবং বাকি ৫০% অর্থের সমমূল্যের বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে।

১২.২ অনুদানের জন্য নির্বাচিত প্রতিটি বইয়ে যথাযথ সিলমোহর (সরকারি মনোগ্রাম, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং বছরের উল্লেখসহ/ মুজিববর্ষ) থাকতে হবে।

১২.৩ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সরকারি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার প্রাপ্ত অনুদানের বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বিক্রয় বিভাগ থেকে সরাসরি সংগ্রহ করবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে সংগৃহীত বই থেকে গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি নিজ পছন্দের বই বাছাই করে নেয়ার সুযোগ পাবেন।

১২.৪ গ্রন্থাগারসমূহের বই সংগ্রহ করার সময় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে ২০% টাকার নির্ধারিত মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং শিশুতোষ বই অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।

১২.৫ গ্রন্থাগারের পক্ষে যিনি বই সংগ্রহ করবেন তার 'নমুনা স্বাক্ষর ও ছবি' গ্রন্থাগারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হতে হবে।

১২.৬ ৩০% কমিশনের প্রাপ্ত অর্থ থেকে বই সংগ্রহে গ্রন্থাগার প্রতিনিধির যাতায়াত, বই পরিবহন খরচ, অনুদান বরাদ্দ, বই নির্বাচন কমিটি, কমিটির সভার সদস্যদের সম্মানী, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্মানী, আপ্যায়ন, স্টেশনারী বিজ্ঞাপনসহ সকল আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করা হবে। কমিশনের অবশিষ্ট অর্থে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বই ক্রয় করা হবে।

১২.৭ অনুদানপ্রাপ্ত যেসব গ্রন্থাগার বই সংগ্রহ করবে না সেসব গ্রন্থাগারের আবেদন পরবর্তী অর্থবছরে অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না।

১৩. বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে বই নির্বাচন কমিটি কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি:

১৩.১ একজন প্রকাশক বিগত ২ (দুই) ক্যালেন্ডার বছরের সর্বাধিক ৩০টি বইয়ের তথ্য-সংবলিত তালিকা জমা দিতে পারবেন। জমাকৃত তালিকার একটি সিডি বা পেনড্রাইভ জমা দিতে হবে;

১৩.২ তালিকার সঙ্গে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ভ্যাট, টিআইএন, সার্টিফিকেট, হালনাগাদ আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্রসমূহের সত্যায়িত ফটোকপি এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের ক্ষেত্রে লেখকের সম্মতিপত্র অথবা লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের অনুলিপি এবং প্রকাশকের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি জমা দিতে হবে;

১৩.৩ প্রাপ্ত তালিকা থেকে বই নির্বাচন কমিটি প্রয়োজনীয় বই নির্বাচন করে তালিকা প্রণয়ন করবে;

১৩.৪ বই নির্বাচনের সময় মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিজ্ঞান, শিশুতোষ, ধর্মীয়, দর্শন, প্রযুক্তি, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ক বইকে প্রাধান্য দিতে হবে;

১৩.৫ সমুদয় বরাদ্দের ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) অর্থ মূল্যমানের মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্বাধীনতা বিষয়ক এবং শিশুতোষ বই নির্বাচন তালিকায় রাখতে হবে;

১৩.৬ মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী কোনো লেখকের গ্রন্থ নির্বাচন করা যাবে না;

১৩.৭ বিদ্যমান কপিরাইট আইন অনুযায়ী পাইরেটেড এবং ফটোকপি বই নির্বাচন করা যাবে না;

১৩.৮ আইএসবিএন ব্যতীত কোনো পুস্তক নির্বাচন করা যাবে না;

১৩.৯ বিগত দুই বছরের (ক্যালেন্ডার ইয়ার) প্রকাশিত পুস্তক নির্বাচন করতে হবে। তবে রেফারেন্স এবং দুষ্প্রাপ্য ও আকর গ্রন্থের ক্ষেত্রে দুই বছরের পূর্বের বইও নির্বাচনের জন্য কমিটি বিবেচনায় নিতে পারবে;

১৩.১০ প্রতি বছরের গ্রন্থ তালিকায় একজন লেখকের অনধিক ৫টি বই এবং একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ২৫টি পুস্তক নির্বাচন করা যাবে। তবে বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রয়োজনে বইয়ের সংখ্যা কমাতে পারবে;

১৩.১১ একজন লেখকের বইয়ের মুদ্রিত মূল্যে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা এবং একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার পুস্তক সংগ্রহ করা যাবে;

১৩.১২ কোনো ধরনের অশালীন ভাব-সংবলিত এবং সার্বভৌমত্ববিরোধী, জাতিগত বিদ্বেষ বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে–এমন পুস্তক নির্বাচন করা যাবে না;

১৩.১৩ শিশুদের পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার ও সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এমন মহৎ ব্যক্তিদের জীবন কাহিনি, সৃষ্টিশীল গল্প, স্বদেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক, সাধারণ জ্ঞান, কল্পনা শক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন করে এবং বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বই নির্বাচনে প্রাধান্য পাবে;

১৩.১৪ নিউজপ্রিন্টে প্রকাশিত পুস্তক নির্বাচন করা যাবে না;

১৩.১৫ বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে বইয়ের বিষয়বস্তু ও প্রকাশনার মানের বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। পাশাপাশি বইয়ের প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের বিষয়টিও বিবেচিত হবে;

১৩.১৬ ক্লাসিক লেখকের একই বই বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে এমন ক্ষেত্রে যে বইয়ে ব্যবহৃত কাগজ, মুদ্রণমান, বাঁধাই, প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসৌষ্ঠব সবদিক থেকে মানসম্পন্ন বিবেচিত হবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রাধান্য পাবে;

১৩.১৭ কোনো লেখক কিংবা প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত কোনো গ্রন্থ সরকার কিংবা কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ বা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বা কালো তালিকাভুক্ত হয়ে থাকলে তা নির্বাচনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না;

১৩.১৮ বই ক্রয়ে শৃঙ্খলা বিধানের স্বার্থে একই লেখকের একই শিরোনামের বই লেখক এবং প্রকাশনা সংস্থার তালিকায় প্রদান করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩.১৯ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

১৪. বই সংগ্রহ:

১৪.১ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র নির্ধারিত লেখক ও প্রকাশকদের নিকট থেকে আর্থিক বিধি-বিধান যথারীতি প্রতিপালন করে ৩০% বা তার বেশি কমিশনে বই ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৪.২ অনুমোদিত চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অথবা লেখক-প্রকাশক কর্তৃক নিজ খরচে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পৌঁছাতে হবে;

১৪.৩ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বই ভাল অবস্থায় (ছেঁড়া, ফাটাবিহীন) গ্রহণ করবে। পরবর্তীকালে বই সরবরাহকারী বিল দাখিল করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক দাখিলকৃত বিলের টাকা ক্রসড চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করবে।

১৫. প্রাপ্ত অনুদানের অর্থের খরচের হিসাব পদ্ধতি:

১৫.১ অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পূর্বে প্রাপ্ত অর্থের খরচের সকল ভাউচার পরবর্তী সময়ে অনুদানের আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করবে;

১৫.২ গ্রন্থাগারসমূহ প্রাপ্ত অর্থের ভাউচার সংযুক্ত না করলে পরবর্তী বছর অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না এবং

১৫.৩ প্রাপ্ত অনুদানের ব্যয়-বিবরণী দাখিল না করা হলে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বিরুদ্ধে পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

১৬. সরবরাহ না নেয়া বইয়ের বিষয়ে পরবর্তী করণীয়:

১৬.১ যে সকল বেসরকারি গ্রন্থাগার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বই সংগ্রহ করবে না সে সকল বই প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে পুনরায় বণ্টন করা যাবে;

১৬.২ দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সচল গ্রন্থাগারের অনুকূলে পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অবিতরণকৃত বই বণ্টন করবে;

১৬.৩ বিশেষ বরাদ্দের জন্য গ্রন্থাগার নির্বাচনের ক্ষেত্রে এর কার্যক্রম ও সেবার মান বিবেচনা করে গ্রন্থাগার নির্বাচন করতে হবে।

০৮/০২/২০২০

(মোঃ বদরুল আরেফীন)
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।